আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ হযরত ঈসা(আঃ) সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ ও সহীহ হাদীস সমূহ।

হযরত ঈসা(আঃ) সম্পর্কে
কোরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ ও
সহীহ হাদীস সমূহ

১। এবং আমি মারিয়াম পুত্র ঈসাকে নিদর্শন সমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মাযোগে তাকে শক্তি সম্পন্ন করেছিলাম।

সুরা ২ বাকারাহ্ , আয়াতঃ ৮৭

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۪ وَ
اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾

এবং অবশ্যই আমি মূসাকে (আঃ)গ্রন্থ প্রদান করেছি ও তারপরে রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি; এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে নিদর্শন সমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মাযোগে তাকে শক্তি সম্পন্ন করেছিলাম; কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসুল- তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছে করতো না, তা নিয়ে উপস্থিত হলো

তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।

২।এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব হতে যা প্রদত্ত হয়েছিলো তদসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাদের মধ্যে কেহকেও আমরা প্রভেদ করি না।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ১৩৬

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ
اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَ
عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

তোমরা বলঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা হযরত ইবরাহীম(আঃ), ইসমাঈল(আঃ),ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব(আঃ),ও তাদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং মূসা(আঃ)ও ঈসা(আঃ)কে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণ তা্দের প্রভু হতে যা প্রদত্ত হয়েছিলেন তদ সমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা প্রভেদ করি না, এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পনকারী।

৩। তাদের(নবীদের)মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছিলেন এবং কেহকে পদমর্যাদায় সমুন্নত করেছেন।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ২৫৩

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ
رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ
اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ
وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

এই সকল রাসুল, আমি যাদের কারো উপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কাউকে পদ মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, আর মরিয়ম পুত্র ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে পবিত্রাত্মাযোগে

(জীবরাঈল(আঃ) দ্বারা) সাহায্য করেছি। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে নবীগণের পরবর্তী লোকেরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ পুঞ্জ সমাগত হওয়ার পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছিল ফলে তাদের কতক হলো মু'মিন আর কতক হলো কাফির। বস্তুতঃ আল্লাহ ইচ্ছে করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই সম্পন্ন করে থাকেন।

৪। যখন মালাইকা/ফেরেশতারা বলেছিলোঃ হে মারিয়াম!নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন পুত্র ঈসা মসীহ।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৪৫-৫৯।

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ
الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললেন হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তার তরফ থেকে তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মসীহ ইবনে মারইয়াম, সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং সে আল্লাহর ঘনিষ্ঠদেরও অন্যতম।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾

তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং প্রাপ্ত বয়সেও এবং তিনি হবেন নেককারদের অন্যতম।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهٗ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

মারইয়াম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি। আল্লাহ বললেনঃ এভাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যখন তিনি কোন কাজ করতে মনস্থ করেন তখন তাকে বলেন "হও"

অমনি তা হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

তিনি তাকে লিখিত বিদ্যা, শরীয়তি প্রজ্ঞা এবং তাওরাত ও ইন্‌জিল শিক্ষা দিবেন।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ
اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ
طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۹﴾

আর তাকে ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্যে রাসুল করবেন; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন সহ তোমাদের নিকট আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে মাটি হতে পাখির আকার গঠন করবো, তারপর অর মধ্যে ফুঁ দেব, অনন্তর আল্লাহর আদেশে ওটা পাখী হয়ে যাবে এবং জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যা ভক্ষণ কর ও তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখ-তদ্বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছি; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۵۰﴾

আমার পূর্বে তাওরাত হতে যা আছে এটা তার সত্যতা সত্যায়নকারী এবং তোমাদের জন্যে যা অবৈধ হয়েছে, তার কতিপয় তোমাদের জন্যে বৈধ করবো ও আমি তোমাদের প্রভুর নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন এনেছি; অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও।

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু; অতএব তাঁর ইবাদত কর- এটাই সরল পথ।

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَاشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

অনন্তর যখন ঈসা তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ করলেন তখন তিনি বললেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বললেন আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পনকারী।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

হে আমাদের প্রভু! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসুলের অনুসরণ করছি; অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহ সূক্ষ্ম কৌশল করলেন এবং আল্লাহ সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ
تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে তোমার (পার্থিব্য জীবন)পূর্ণতা দান করে উত্তোলন করবো এবং অবিশ্বাসকারীগণ হতে তোমাকে পবিত্র করবো, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সমুন্নত করবো; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করবো।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۫
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

অনন্তর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, বস্তুতঃ তাদের ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো এবং তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۷﴾

আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে ফলতঃ তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আল্লাহ অত্যচারীগণকে ভালোবাসেন না।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿۵۸﴾

আমি তোমার প্রতি অকাট্য প্রজ্ঞাময় বর্ণনা ও নিদর্শনাবলী হতে এটা পড়ে শুনাচ্ছি।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۵۹﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তৎপর বললেন, হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল।

৫।তারা (বনি ইসরাঈলরা) আরো অভিশপ্ত হয়েছে তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।

সুরা ৪ নিসা, আয়াতঃ ১৫৬,১৫৭

وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾

এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا
قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا
قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ﴿۱۵۷﴾

এবং আল্লাহর রাসুল মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি একথা বলার জন্যে; আর মুলতঃ তারা তাকে হত্যা করেনি ও তাকে ক্রশবিদ্ধও করেনি বরং তাদের জন্য (অন্যকে) ঈসা(আঃ)-এর সাদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিলো, অবশ্য তারা সে বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তারা প্রকৃতপক্ষে তাকে হত্যা করেনি।

৬।হে আহলে কিতাব তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করো না।

সুরা ৪ নিসা, আয়াতঃ ১৭১

يٰٓاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِىۡ دِيۡنِكُمۡ وَ لَا تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا
الۡحَـقَّ ؕ اِنَّمَا الۡمَسِيۡحُ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ
اَلۡقٰٮهَاۤ اِلٰى مَرۡيَمَ وَرُوۡحٌ مِّنۡهُ ۫ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوۡلُوۡا
ثَلٰثَةٌ ؕ اِنۡتَهُوۡا خَيۡرًا لَّكُمۡ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ اَنۡ يَّكُوۡنَ
لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا ﴿۱۷۱﴾

হে আহলে কিতাবগণ!তোমরা স্বীয় দ্বীনে সীমা অতিক্রম করো না এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলো না, নিশ্চয়ই মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসুল ও তার বাণী-যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তার পক্ষ হতে আত্মা(রূহ) অতএব আল্লাহ ও তদীয় রাসুলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং (মা'বুদের সংখ্যা) তিন জন বলো না; নিবৃত্ত হও-তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ; তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পুতঃ মুক্ত; নভোমন্ডলে যা আছে ও ভূমন্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

৭। আর আমি তাদের (অন্যান্য নবীদের)পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এই অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম, সে তার পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিল এবং আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছিলাম।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ৪৬

وَ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرٰىةِ ۖ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ ۙ وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾

আর আমি তাদের পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এ অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে, সে তার পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন এবং আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত এবং আলো ছিলো, আর এটা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং সম্পূর্ণরূপে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও নসীহত ছিল।

৮। বণী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ৭৮

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾

বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর লা'নত করা হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এ লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে তারা অবাধ্য ও আদেশ অমান্য করেছিল এবং সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল।

৯। আর যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম তুমি কি লোকদের বলেছিলেঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়ের ইবাদত কর?.....

আমি উহাদেরকে উহা ব্যতীত আর কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার রব্ব ও তোমাদেরও রব্ব।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ১১০-১১৮

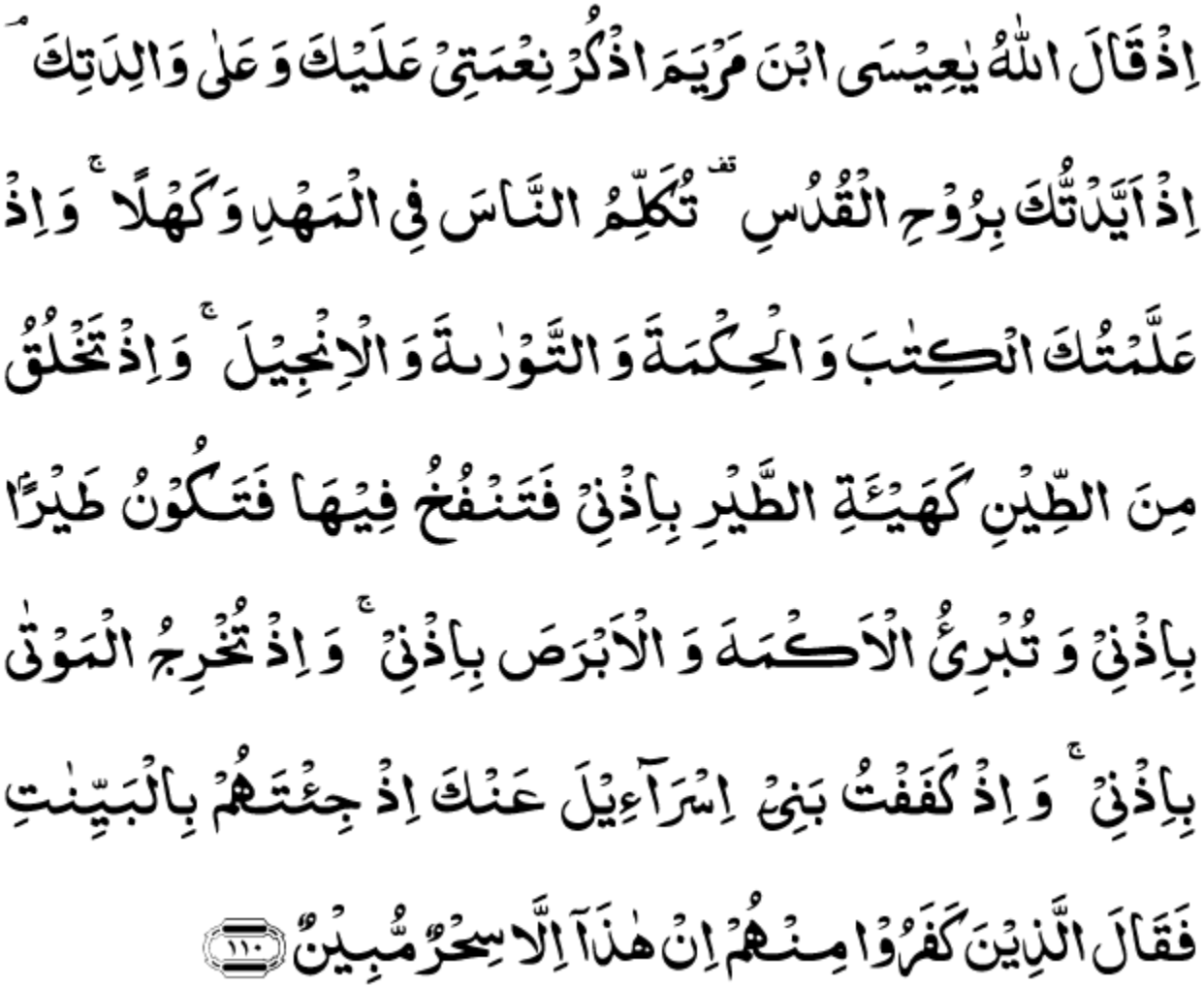
اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ
اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۜ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ۚ وَ اِذْ
عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۚ وَ اِذْ تَخْلُقُ
مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا
بِاِذْنِيْ وَ تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى
بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾

যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর (প্রদত্ত) হয়েছে। যখন আমি তোমাকে রুহুল কুদুস(জীবরাঈল আঃ)দ্বারা সাহায্য করেছি, (এবং) তুমি মানুষের সাথে কথা বলেছো

(মায়ের) কোলে এবং প্রৌঢ় (পরিণত)বয়সেও আর যখন আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমতের কথা এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি, আর যখন তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি প্রস্তুত করেছিলে, অতঃপর তুমি ওতে ফুঁৎকার দিতে, যার ফলে ওটা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত , জন্মান্ধ

ও কুষ্ঠরোগী নিরাময় করে দিতে; আর যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে, আর যখন আমি বানী ইসরাঈলকে (তোমাকে হত্যা করা হতে) নিবৃত্ত রেখেছি, যখন তুমি তাদের কছে (স্বীয় নবুওতের)প্রমানাদি নিয়ে হাজির হয়েছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল এটা(মুজিযাসমূহ) স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾

আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম-আমার প্রতি এবং আমার রাসুলের প্রতি ঈমান আন, তারা বললো, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

(ঐ সময়টুকু স্মরণীয়)যখন হাওয়ারীরা বললোঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করবেন? ঈসা বললেনঃ আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ
صَدَقْتَنَا وَ نَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

তারা বললো আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ
السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَ
ارْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ:) দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ওটা আমাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে (বর্তমান আছে) এবং যারা পরে, সকলের জন্যে একটি আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমদেরকে খাদ্য প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম খাদ্য প্রদানকারী।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ
اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

আল্লাহ বললেনঃ আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবো, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে এর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যে, বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দেবো না।

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ
اُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا
لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ
وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

আর যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা’বুদ নির্ধারণ করে নাও? ঈসা নিবেদন করবেন আমিতো আপনাকে পবিত্র মনে করি; আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলবার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে, আপনিতো আমার অন্তরিস্থিত কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার অন্তরে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِیْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّكُمْ ۚ وَ
كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ
الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ﴿۱۱۷﴾

আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি এটা ব্যতীত, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক, আর আমি তাদের সম্বন্ধে সাক্ষী ছিলাম যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম, অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তখন আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক; আর আপনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۱۸﴾

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ওরা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

১০।যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা!নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করবো এবং তোমাকে উত্তোলন করবো।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৫৫

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে তোমার (পার্থিব জীবন)পূর্ণতা দান করে উত্তোলন করবো এবং অবিশ্বাসকারীগণ হতে তোমাকে পবিত্র করবো, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সমুন্নত করবো; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করবো।

১১।তারা অভিশপ্ত হয়েছিল মারইয়ামের প্রতি ভয়ানক অপবাদের জন্য এবং একথা বলার জন্য যে, আমরা আল্লাহর রাসুল ও মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি.....প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি।

সুরা ৪ নিসা, আয়াতঃ ১৫৬, ১৫৭, ,১৫৮

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا
قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا
قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ﴿۱۵۷﴾

এবং আল্লাহর রাসুল মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি একথা বলার জন্যে; আর মুলতঃ তারা তাকে হত্যা করেনি ও তাকে ক্রশবিদ্ধও করেনি বরং তাদের জন্য (অন্যকে) ঈসা(আঃ)-এর সাদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিলো, অবশ্য তারা সে বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তারা প্রকৃতপক্ষে তাকে হত্যা করেনি।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾

বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।

১২।বর্ণনা কর এই কিতাবে মারইয়ামের কথা।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ ১৬-৩৭

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ﴿۱۶﴾

হে রাসুল(সঃ)বর্ণনা করুন এই কিতাবে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা যখন তিনি তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ

لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

অতঃপর তাদের হতে নিজেকে আড়াল করবার জন্যে তিনি পর্দা করলেন; অতঃপর আমি তার নিকট আমার রুহকে (জিবরাঈলকে আঃ)পাঠালাম, তিনি তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

মারইয়াম বললেনঃ তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর-তবে আমি তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় নিচ্ছি।

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

তিনি বললেনঃ আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্যে (এসেছি)।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

মারইয়াম বললেনঃ কেমন করে আমার পুত্র হবে! অথচ আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই ও আমি ব্যভিচারিণীও নই।

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ

رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

তিনি বললেনঃ এইরূপই হবে; তোমার প্রতিপালক বলেছেনঃ এটা আমার জন্যে সহজ এবং তাকে আমি এই জন্যে সৃষ্টি করবো, যেন তিনি মানুষের জন্যে এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহের প্রতিক হন। এটা তো এক সিদ্ধান্তকৃত ব্যপার।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾

প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো; তিনি বললেনঃ হায়! এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

ফেরেশতারা তার নিম্নপার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বললেনঃ তুমি চিন্তা করো না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক পানির ঝর্ণা করেছেন।

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

তুমি তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কান্ড নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক তাজা খেজুর পতিত হবে।

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ

اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

সুতরাং আহার কর, পান করো ও চক্ষু জুড়িয়ে নাও; মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখো তখন বলোঃ আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি; সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবো না।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন তারা বললোঃ হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্‌ভুত কান্ড করে বসেছো!

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

হে হারূণ ভগ্নী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যভিচারিণী।

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

অতঃপর মারইয়াম(আঃ)সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তারা বললোঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো?

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۙ﴿٣٠﴾

শিশুটি বললোঃ আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, তত দিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে।

وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেন নাই অহংকারী ও হতভাগ্য।

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

আমার প্রতি শান্তি , যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও যেদিন আমার মৃত্যু হবে ও যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুণরুত্থিত হবো।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾

ইনিই হলেন মারিয়াম পুত্র ঈসা(আঃ); সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾

সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেনঃ “হও” আর তখন তা হয়ে যায়।

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۳۶﴾

আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তার ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَیْنِهِمْ ۚ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ

یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۳۷﴾

অতপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। সুতরাং এই কাফিরদের এক মহান দিবসের(কিয়ামতের) আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে।

১৩।তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহ

সুরা ৪২ শুরা, আয়াতঃ ১৩

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّیْنِ مَا وَصّٰی بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ

وَمَا وَصَّیْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِیْمَ وَمُوْسٰی وَعِیْسٰۤی اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ وَ

لَا تَتَفَرَّقُوْا فِیْهِ ؕ كَبُرَ عَلَی الْمُشْرِكِیْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَیْهِ ؕ اَللّٰهُ

یَجْتَبِیْۤ اِلَیْهِ مَنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْۤ اِلَیْهِ مَنْ یُّنِیْبُ ﴿۱۳﴾

তিনি তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছলেন তিনি নূহ(আঃ) আর যা আমি ওহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম(আঃ),মূসা(আঃ), ঈসা(আঃ)কে এই বলে যে, তোমরা এই দ্বীনকে(তাওহীদকে)প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জন্য চয়ন করে নেন এবং যে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৪। ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শন সহ এল।

সুরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াতঃ ৬৩

وَ لَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ

لِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

اَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

ঈসা(আঃ) যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ আসলো তখন সে বললোঃ আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, তা স্পষ্ট করে দিবার জন্যে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

১৫।অতপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসুলগনকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম পুত্র ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল।

সুরা ৫৭ হাদীদ, আয়াতঃ২৭

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ
اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ
رَحْمَةً ؕ وَ رَهْبَانِيَّةَ ۟ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا
ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۷﴾

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসুলগণ পাঠিয়েছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসা(আঃ)কে পাঠিয়েছি। আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্যাসবাদ(সংসার ত্যাগী)এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে প্রবর্তন করেছিলো; আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলো, তাদেরকে আমি পুরষ্কার দিয়েছিলাম এবং তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

১৬। স্মরণ কর মারিয়াম তনয় ঈসা বললঃ হে বনী ইসরাঈল আমি তোমাদের নিকট রাসুল।

সুরা ৬১ সফ , আয়াতঃ৬

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ
يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٦

(স্মরণ কর) মারইয়াম পুত্র ঈসা(আঃ)বলেছিলেনঃ হে বাণী ইসরাঈল!আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে যে আহমাদ(আঃ) নামে যে রাসুল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।পরে তিনি যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের নিকট আসলেন তখন তারা বলতে লাগলোঃ এটা তো এক স্পষ্ট যাদু।

১৭। যেমন মারইয়াম তনয় ঈসা তার শিষ্যদেরকে বলেছিলঃ আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?

সুরা ৬১ সফ, আয়াতঃ ১৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ
اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ
فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝١٤ ع

হে মু'মিনগণ! আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম পুত্র ঈসা(আঃ)বলেছিলেন হাওয়ারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিলোঃ আমরাই তো আল্লাহর পথের সাহায্যকারী। অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। পরে আমি মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হলো।

১৮।ঈসা তো কিয়ামতের জ্ঞানের একটি নিশ্চিত নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের প্রতি সন্দেহ করোনা।

সুরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াতঃ ৬১

وَ اِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ

مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

তিনি ঈসা(আঃ)তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করোনা এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।

হাদীসের বাণী

১। ১০টি পূর্বলক্ষণ পরিলক্ষিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামত সঙঘটিত হবে না। তার মধ্যে একটি হলো ঈসা(আঃ) আসমান থেকে নেমে পৃথিবীতে আসবেন।(মুসলিম, আবু দাউদ,তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, নাসাই)

২। ঈসা আকাশ থেকে অবতরণ করবেন একজন সত্যনিষ্ঠ ন্যায় বিচারক হিসাবে। তিনি ক্রস (Cross) ধ্বংস করবেন (অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্ম নির্মুল করবেন) শুকর হত্যা করবেন (অর্থাৎ শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করবেন), ইসলামে যা জায়েয তা ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ করবেন।(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিজী)

৩।ঈসা আমার(মুহাম্মাদ(সঃ)দ্বীনের একজন অনুসারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। সে (ঈসা)দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তার পরই কিয়ামত সঙঘটিত হবে।(আহমদ)

৪।যখন ঈসা আসবে সে দাজ্জালকে হত্যা করবে।(মুসলিম, আহমদ)

৫।ঈসা দাজ্জালকে হত্যা করার পর মানুষে মানুষে শত্রুতা থাকবেনা।(মুসলিম)

৬।সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বিচারক হিসাবে ঈসার আবির্ভাবের পর সমাজে হতাশা, ঘৃণা, হিংসা বিদূরিত হবে।(মুসলিম)

ঈসা বা তার মাতা খোদা নন। ঈসাকে আল্লাহ উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে কত বছর পৃথিবীতে ছিলেন । কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় অবতরণের পর কত বছর জীবিত থাকবেন, কিয়ামতের পূর্বে কোথায় ইন্তিকাল করবেন, কোথায় তার কবর হবে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান ভিত্তিক, বাইবেল বা গবেষণা ভিত্তিক কিছু কথা বিভিন্ন তফসিরে উল্লেখিত হয়েছে। কোরআন ও সহীহ হাদীসের বাইরে কোন কথা বিশ্বাস না করাই উত্তম ও কল্যাণকর। সঠিক জ্ঞান আল্লাহর কাছে। কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেনঃ " তোমাদেরকে খুব কমই জ্ঞান দেয়া হয়েছে"।

আল্লাহ আমাদের গভীর মনোনিবেশ সহকারে কোরআন তেলাওয়াত, অর্থ বুঝার ও চিন্তা করার তৌফিক দান করুণ এবং সাথে সাথে সহীহ হাদীসের মর্মবাণী বুঝার ক্ষমতা দান করুণ। হে আল্লাহ, আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুণ। আমাদেরকে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার দৃঢ়তা দান করুণ। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....